بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ

وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

10 SEPTEMBER 2021

আঁ হযরত (সাঃ)এর মহান মর্যাদা সম্পন্ন খলীফা রাশেদ ফারুকুল আযিম হযরত উমর বিন খাত্তাব (রাঃ)'র প্রশংসাসূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

খুৎবা জুম'আর সংক্ষিপ্তসার

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মসজিদ মুবারক হতে প্রদত্ত

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ۔ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۙ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

হযরত উমর (রাঃ)'র খেলাফতকালে সংঘটিত যুদ্ধাবলীর বর্ণনা চলছিল। হযরত আবুবকর (রাঃ)'র খেলাফতকালীন সময়ে দামেস্কের ঘেরাও কয়েকমাস পর্যন্ত অব্যাহত ছিল, অতঃপর হযরত আবুবকর (রাঃ)'র ইন্তেকালের পর মুসলমানেরা দামেস্ক বিজয়লাভ করেছিলেন। এ ঘটনাটি যেহেতু হযরত আবুবকর (রাঃ)'র যুগের, সেহেতু এটির বিস্তারিত বিবরণ হযরত আবুবকর (রাঃ)'র বর্ণনার সময়ে উল্লেখ করব ইনসাল্লাহ্।

দামেস্কের বিজয়ের পর হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) হযরত খালিদ বিন ওলীদ কে বিকা'র অভিযানে প্রেরণ করেন। 'বিকা' বিজয়ের পর হযরত খালিদ (রাঃ) মেসানুন নামক ঝর্ণা-মুখী আর একদল সেনা প্রেরণ করেন। এমতাবস্থায় একটা রোমান বাহিনী অতর্কিতে মুসলমানদেরকে পেছন থেকে আক্রমণ করে। সেখানে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয় এবং অনেক মুসলমান এই যুদ্ধে শহীদ হয়ে যান। একারণে তার পর থেকেই মেসানুন নামী সেই ঝর্ণাকে 'আইনুস সোহদা' নামে অবিহিত করা হয়ে থাকে।

হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) দামেস্কে ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ানকে নিজ স্থলাভিষিক্ত করেন। যিনি যায়েদ বিন খলিফা কে দামোদর এবং আবু যার কশীরী কে সানিয়া তথা হুরান অভিমুখে প্রেরণ করেন। এক পরিস্থিতিতে সেখানকার অধিবাসীগণ সন্ধি করে নেয়। শুরাহ্বীল বিন হসনা (রাঃ)'র উপর অর্পিত যুদ্ধের দায়িত্ব দেওয়ার পরে, উর্দনের রাজধানী তবরিয়া ছাড়াও সম্পূর্ণ দেশ মুসলমানদের হস্তগত হয়ে যায়। এদিকে হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) 'বিকা' অভিযানে সফল হয়ে ফিরে আসেন।

ফেহেল-এর বিজয় ১৪ হিজরীতে হয়েছিল। হযরত আবু উবায়দা (রাঃ), হযরত উমর (রাঃ) কে লিখেছিলেন যে, প্রথমে তিনি দামেস্ক অভিমুখে সেনা অভিযান চালাবেন নাকি, হামাসে অবস্থানপূর্বক হার্কুল অভিমুখে অগ্রসর হবেন। হযরত উমর (রাঃ) তাঁকে প্রথমে দামেস্ক জয় করার নির্দেশ দেন, কেননা তা সিরিয়ার মূল কেন্দ্রও দূর্গস্বরূপ; সেইসাথে ফেহেল-এ একটি অশ্বারোহী বাহিনী প্রেরণেরও নির্দেশ প্রদান করেন। রোমান সেনাবাহিনী যখন দেখে যে, মুসলমানরা তাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে তখন তারা আশেপাশের ভূমিতে পানি ছেড়ে দেয়। ফলতঃ সমস্ত রাস্তা জলোচ্ছাসে বন্ধ হয়ে যায় ও হার্কুল-এর সেনাবাহিনীও দামেস্ক পৌঁছাতে সক্ষম হতে পারেনি। অন্যদিকে মুসলিম বাহিনী এরূপ প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও নিজ অবস্থানে অনড় থেকে যায়। এমতাবস্থায় মুসলিম বাহিনীর অনড় অবস্থান দেখে খ্রীষ্টান বাহিনী সন্ধি করার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে। কিন্তু রোমান বাহিনীর উদ্ধত আচরণ ও অনমনীয় মনোভাবের কারণে সে আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি এবং যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইতিহাসে রোমান বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লাখ উল্লেখ রয়েছে। যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যায়, তখন মুসলিম বাহিনীর দৃঢ় সংকল্প প্রত্যক্ষ করে রোমান সেনাপতি ফিরে যেতে নিজ ইচ্ছা প্রকাশ করে। কিন্তু, হযরত খালিদ (রাঃ)'র নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী এমনভাবে আক্রমণ করেন যে, রোমান বাহিনী পরাজিত হয়। খ্রীষ্টান বাহিনী সহায়তার

নামে যুদ্ধ থেকে নিজেদের পাশ কাটানোর চেষ্টায় ছিল। এমতাবস্থায় হযরত খালিদ (রাঃ)'র পরামর্শ অনুযায়ী হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) পরের দিনেও যুদ্ধ অব্যাহত রাখেন। অতঃপর পরের দিন ঘণ্টাখানেক ভীষণ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেই যুদ্ধে রোমান বাহিনীর পদস্খলন ঘটে ও তারা যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে যে যেদিকে পারে পালিয়ে যায়। হযরত উমর (রাঃ)'র নির্দেশে স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রাণ, সম্পদ, বাড়িঘর, জমিজমা, পূজাস্থল সমস্তকিছু তাদের হস্তান্তর করে দেওয়া হয়। মুসলমানরা শুধুমাত্র মসজিদ তৈরীর প্রয়োজনীয় ভূমি তাদের নিকট হতে গ্রহণ করেন।

বিসান ও তাবারিয়ার বিজয় ঃ উর্দ্দুনের এলাকায় রোমানদের পরাজয়ের সংবাদ ছড়িয়ে পড়েছিল। অতঃপর জনসাধারণ শুরাহ্‌বিল ও তাঁর বাহিনীর বীসানের অভিমুখে যাত্রার সংবাদ সম্পর্কে অবহিত হয় তখন তারা দূর্গের মধ্যে বন্দি হয়ে পড়ে। কিছুদিনের ঘেরাও তথা সামান্য ঝঞ্ঝাটের পর বীসানবাসীদের সহিত সন্ধি হয়ে যায়। এরূপে তাবারিয়াবাসীরাও সন্ধির প্রস্তাব দেয় যা গ্রহণ করে নেওয়া হয়।

১৪ হিজরীতে হিম্‌স্‌ এর বিজয়লাভ ঃ যখন হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) এবং হযরত খালিদ বিন ওয়ালীদ (রাঃ) হিম্‌স এর ঘেরাও করেন, তখন অতীব ঠাণ্ডার সময় ছিল এবং মুসলিম সৈন্যদের নিকট ঠাণ্ডা থেকে রক্ষার জন্য কোন ব্যবস্থা ছিল না। এমতাবস্থায় রোমানদের বিশ্বাস ছিল যে, মুসলমান বাহিনী বেশীক্ষণ খোলা আকাশের নিচে লড়াই করতে সক্ষম হবে না। হার্কুল হামাস বাহিনীর সহায়তার জন্য একটা সৈন্যবাহিনী পাঠায় কিন্তু ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হযরত সা'দ বিন আবী আক্কাস (রাঃ) ঐ সেনাবাহিনীকে ওখানেই আটক করে। অতঃপর হার্কুল হামাসের মুসলমানদের সুদৃঢ় প্রত্যয় আর সাহস প্রত্যক্ষ করে সন্ধি করার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে সুতরাং খরাজ (ভূমি কর) ও জিজিয়া কর আদায়ের শর্তে সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হয়। এছাড়াও সে আগামীতে হামাসের সহায়তার অঙ্গীকার করে সেখান থেকে রুহা চলে যায়।

মার্জ-এ-রোম এর ঘটনা ঐ বৎসর সংঘটিত হয়েছিল। হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) এবং হযরত খালিদ (রাঃ)'র জুলকালাম নামক স্থানের পদসূচনা হার্কুলের নিকট পৌঁছলে সে তৌজরাকে তাঁদের সঙ্গে মোকাবেলার জন্য পাঠায়। যখন সে মার্জ-এ-রোম পৌঁছে তখন সেখানে শংস রোমীও উপস্থিত হয়। একদা রাত্রিতে যখন গুপ্তভাবে তৌজরা নিজ সেনাবাহিনী সহিত সেস্থান ত্যাগ করে কোথাও যাত্রা করে তখন হযরত খালিদ (রাঃ) তার পিছু নেয়। অন্যদিকে ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ানের নিকট যখন তৌজরার এহেন পরিস্থিতির সূচনা হয় তখন তিনিও তাকে সম্মুখ দিক দিয়ে বাধা দেন। এভাবে দুই দিক দিয়ে মুসলমানেরা তৌজরা এবং তার সেনাবাহিনীকে ঘিরে ধরে লাশের লাইন লাগিয়ে দেন। ওদিকে মার্জ-এ-রোমে আবু উবায়দা (রাঃ) শংস-এর মোকাবেলা করে এবং বিজয়লাভ করে।

এর পরে হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) হামাত; শীজার তথা সালামিয়া নামক স্থানে সফলতা লাভ করেন তথা তটীয় নগর লাযেকিয়া অভিমুখে অগ্রসর হন। লাযেকিয়া'র বিজয়লাভ ১৪ হিজরীতে হয়েছিল। এখানে যুদ্ধের বিশেষ শৈলী অনুযায়ী হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) রাত্রিতে গুহা খনন করে সকাল হওয়ার পূর্বেই সেনাবাহিনীর অবরোধের বেড়া উঠিয়ে নেন। স্থানীয় অধিবাসীরা অবরোধ উঠে গেছে মনে করে সকলেই ঘরের দরজা খুলে দেয়। অতঃপর রাতারাতি হযরত আবু উবায়দা (রাঃ) নিজ সেনাবাহিনী সমেত সেখানে পৌঁছে পূর্ব-পরিকল্পিতভাবে গুহায় লুকিয়ে যান। সকালে যখন নগরের দ্বার খোলা হয় তখন মুসলমান বাহিনী তাদের ওপরে আক্রমণ করে ও শহরের ওপর বিজয়লাভ হয়।

কিনেসরীন-এর বিজয়লাভ ১৫ হিজরীতে হয়েছিল। হযরত আবু উবায়দা (রাঃ), হযরত খালিদ (রাঃ)কে কিনেসরীন অভিমূখে প্রেরণ করেন। পথিমধ্যে হাযির নামক স্থানে মীনাস-এর নেতৃত্বে রোমানরা মুসলিম বাহিনীর পথরোধ করে যুদ্ধ করে ও পরাজিত হয়। সেই এলাকাবাসীগণ হযরত খালিদ (রাঃ)'র নিকট নিবেদন করে যে, নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাদেরকে এযুদ্ধে লাগানো হয়েছিল। অতঃপর তাদের যেন ক্ষমা করে দেওয়া হয়। হযরত খালিদ (রাঃ) তাদের বিবেশতা স্বীকার করে নেন। আবার কিছু রোমান সৈন্যগণ সেখান থেকে পলায়নপূর্বক কিনেসরীন দূর্গে আশ্রয় নেয়। সেখান হতে তাদের মুক্তির

কোন রাস্তা না থাকায় তারা সন্ধির প্রস্তাব পেশ করে। কিন্তু, হযরত খালিদ (রাঃ) তাদেরকে আদেশ অমান্যের কারণে শাস্তির যোগ্য হিসাবে নির্দিষ্ট করেন। ফলে, কিনেসরীনবাসীরা নিজ ধন-সম্পত্তি তথা পরিবার পরিজন ছেড়ে সেখান হতে পলায়ন করে এন্তাকিয়া চলে যায়। অতঃপর হযরত আবু উবায়দা সেখানে পৌঁছার পরে তিনি হযরত খালিদ (রাঃ)'র দেওয়া শাস্তির সিদ্ধান্তকে ন্যয়পূর্ণ বলে বিবেচিত করেন। তথাপিত তিনি (রাঃ) স্নেহপূর্ণ ব্যবহার দেখিয়ে নগরবাসীদেরকে আশ্রয় দেন। ফলে, সেখান হতে এন্তাকিয়ায় পলায়নকারী ব্যক্তিরাও জিজিয়া কর আদায়ের শর্তে নিজ ভূমিতে প্রত্যাবর্তন করে।

১৫ হিজরীতে কায়সারিয়ার বিজয়লাভ হয়। 'অল-ফারুক' -এ লিখিত রয়েছে যে, কায়সারিয়ার ওপর ১৩ হিজরীতে হযরত ওমর বিন আস প্রথম আক্রমণ করেন। হযরত আবু উবায়দার ইন্তেকালের পরে হযরত উমর (রাঃ) ইয়াজিদ বিন আবু সুফিয়ান কে আক্রমণ করার নির্দেশ দান করেন। অতঃপর তিনি সতেরো হাজার সৈন্যবাহিনী নিয়ে কায়সারিয়া ঘেরাও করেন। কিন্তু তিনি অসুস্থ হওয়ায় ১৮ হিজরীতে আমীর মাবিয়াকে তার স্থলাভিষিক্ত করে নিজে দামেস্ক চলে যান এবং সেখানেই তাঁর ইন্তেকাল হয়। হযরত আমীর মাবিয়া ঘেরাও জারী রাখেন। এই অভিযান চলাকালীন বদরী সাহাবী, হযরত আবাদা বিন সামিত (রাঃ) মুসলমানদের সম্বোধন করে অত্যন্ত ব্যাথাতুর হৃদয়ে বলেন যে, হে মুসলমানগণ, তোমরা আক্রমণ করে রোমানদেরকে এজন্য ধরাশায়ী করতে সক্ষম হও নি যে, হয় তোমাদের মাঝে কোন বেঈমান আছে অথবা তোমরা শ্রদ্ধালু নও। অতঃপর তিনি (রাঃ) সত্যিকার হৃদয়ে শাহাদতের আহ্বাণ জানান। এরপর একদিন রোমান বাহিনী যুদ্ধের লক্ষে বার হয় ও তাদের বিভৎস হার হয়। সেদিন অন্ততঃপক্ষে আশী হাজার থেকে একলক্ষ রোমান সৈনিক মারা যায়।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, আগামীতেও হযরত উমর (রাঃ)'র স্মৃতিচারণ অব্যাহত থাকবে। এরপর হুযুর আনোয়ার (আইঃ) নিম্নে বর্ণিত মরহুমগণের স্মৃতিচারণ ও গায়েবে জানাযা পড়ানোর ঘোষণা দান করেন।

কেরালা নিবাসী ভূতপূর্ব মোবাল্লেগ সাহেব জনাব কে. মুহম্মদ আলবী সাহেবের স্ত্রী মোকর্‌রমা খাদিজা সাহেবা গতদিন ৮০ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলাইহে রাজেউন। তাঁর পিতা কুঞ্জী মহিউদ্দিন সাহেব কেরালার প্রারম্ভিক আহমদীয়া জামাতের সদস্য ছিলেন। এভাবে মরহুমা শৈশব থেকেই আহমদীয়া জামাতের সদস্যা হওয়ার তৌফিক লাভ করেন। মরহুমা অত্যন্ত ধৈর্যশীল, নামায এবং রোজার পাবন্দ, ধর্মভীরু, অভাবী ও নির্ধনদের সহায়ক, অতিথি সেবিকা তথা সদা-সন্তুষ্টির গুণে গুনান্বিতা ছিলেন। মরহুমার স্বামী মুবাল্লিগ ছিলেন। যিনি প্রায় দিন-ই দৌরার কারণে বাইরে থাকতেন। অথচ মরহুমা এতই ধৈর্যশীল ছিলেন যে এব্যাপারে তিনি কখনো কোনরূপ অভিযোগ আনতেন না। মরহুমার মৃত্যুর পর পরিজনের মধ্যে দুইজন পুত্র ও পাঁচজন কন্যা রয়েছে। মরহুমা মুসী ছিলেন। তাঁর বড় পুত্র কে. নাসির সাহেব কিডনি ফেল হওয়ার কারণে ইন্তেকাল করেন। ছোট ছেলে মুয়াল্লিম তথা পাঁচজন কন্যার সবগুলির জামাতীয় মুরুব্বীদের সহিত বিবাহ হয়েছে। আল্লাহ্‌তায়ালা মরহুমার প্রতি ক্ষমাসূলভ আচরণ করুন।

কোট ফতেহ্ খান নিবাসী মুকর্‌রম মালিক সুলতান রশীদ খান সাহেব, প্রাক্তণ জিলা আমীর। যাঁর ২২-২৩ তারিখের রাত্রিতে ইন্তেকাল হয়। ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলাইহে রাজেউন। মরহুম খেলাফতের অনুগত, তবলীগের সৌখীন, এবাদত গুজার, বিনম্রশীল, ধৈর্যবান ও দরিদ্রদের সাহায্যকারী ছিলেন। তিনি সর্বদা দোয়ায় মগ্ন থাকতেন ও সকলের সহিত হাস্যমুখে কথাবার্তা বলতেন।

ইন্দোনেশিয়া নিবাসী মুকররম আব্দুল কাইউম সাহেব, যিনি ২৫ আগষ্ট ৮২ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলাইহে রাজেউন। মরহুম অনাবাসী ভারতীয় তথা পাকিস্তানী মুবাল্লিগ মৌলানা আব্দুল ওয়াহেদ সাহেব সমাটরী সাহেবের পুত্র ছিলেন। ইনি স্ব-দেশ সেবায় বিশেষ ভূমিকা রেখেছেন। মরহুম মুরুব্বী তথা ওয়াক্‌ফ্-এ-জিন্দেীদের বিশেষ সমাদর করতেন। অধীনস্তদের সহিত ভাল ব্যবহার করতেন। ইনার মাঝে দয়া এবং দানশীলতার উচ্চস্তরের গুণ ছিল। মরহুম খেলাফতের সহিত সুগভীর সম্পর্ক রাখতেন।

বিনম্রতার উত্তম আদর্শ ছিলেন। আর্থিক সহযোগিতায় অগ্রণী তথা অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান বুজুর্গ ছিলেন।

বেনিন নিবাসী মুকাররম দাউদা রজাকী সাহেব, যিনি ২৭ আগষ্ট ৭৪ বৎসর বয়সে ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলাইহে রাজেউন। মরহুম বেনিনের প্রারম্ভিক আহমদীদের মধ্যে একজন এবং উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি বিদ্যুৎ-পানি বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত সরকারী ডাইরেক্টর ছিলেন। অত্যন্ত প্রতিভাবান, প্রতাপী, সুযোগ্য, প্রতিষ্ঠাশীল, নামাজে পাবন্দ, তাহাজ্জুদ আদায়কারী, সৎ ও নিষ্ঠাবান আহমদী ছিলেন। মরহুম হযরত মসীহ মওউদ (আঃ) তথা খোলাফায়ে কেরাম-এর সহিত প্রেমময় ভালবাসা রাখতেন। মরহুম দিবা-রাত্রি মানব সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন।

হুযুর আনোয়ার (আইঃ) আল্লাহ্তায়ালার নিকট সকল মরহুমীনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন ও সকলের পদমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য দোয়া করেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ.
عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِي الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুৎবার অনুবাদ)

BOOK POST
PRINTED MATTER

KHULASA KHUTBA JUMMA
HUZOOR ANWAR (ATBA)

10 SEPTEMBER 2021

To,

Toll Free Number- 1800 3010 2131, Website: www.alislam.org / mta.tv / ahmadiyyamuslimjamaat.in

Compose & Distribute From: Ahmadiyya Muslim Mission, Nalhati, Piranpara, Birbhum, 731243, W.B.